বিদেশ থেকে ০১(এক) দিন বয়সের গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক (জিপি) এবং প্যারেন্ট স্টক (পিএস) বাচ্চা আমদানী নীতিমালা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	১
২	সংজ্ঞাসমূহ	১-২
৩	বাচ্চা আমদানী নীতিমালার উদ্দেশ্যাবলী	২
৪	নীতিমালার প্রয়োগ ও পরিধি	২-৩
৫	নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রসমূহ	৩
৬	নীতিমালা বাস্তবায়নের কৌশল	৩-৪
৭	বিবিধ	৪

১.০ ভূমিকা

১.১ বাংলাদেশের জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য নিরসনে পোল্ট্রি শিল্প অনবদ্য ভূমিকা রাখছে। এটি দ্রুত অগ্রসরমান একটি কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এ খাতের উত্তোরত্তর প্রবৃদ্ধির সম্ভবনা রয়েছে। পোল্ট্রি শিল্পের টেকসই উন্নয়ন এবং দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির উন্নত প্রোটিনের চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ০১ (এক) দিন বয়সের প্যারেন্ট স্টক (পিএস) এবং গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক (জিপি) মুরগির বাচ্চা আমদানীর অনুমতি প্রদান করে থাকে। পিএস বা জিপি মুরগির বাচ্চার আমদানীর ক্ষেত্রে সুনির্দ্দিষ্ট কোন নীতিমালা না থাকায় আমদানীকারকরা ০১ (এক) দিন বয়সের মুরগীর বাচ্চা আমদানীর ক্ষেত্রে হরহামেশা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এছাড়া পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে অবৈধভাবে বাচ্চা অনুপ্রবেশের সম্ভবনা বাড়ছে। এ ধরনের সমস্যা সমাধানের এবং আমদানীকারকরা যাতে বিদেশ থেকে সহজে উন্নত গুনাবলী সম্পন্ন রোগমুক্ত বাচ্চা আমদানী করতে পারে সেজন্য ০১ (এক) টি সুনির্দ্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োজন। দেশের জনগনের আমিষের চাহিদা পূরণ ও বানিজ্যিক পোল্ট্রির বৈদেশিক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার বিদেশ থেকে ০১ (এক) দিন বয়সের প্যারেন্ট ষ্টক (পিএস)/গ্র্যান্ড প্যারেন্ট (জিপি) মুরগির বাচ্চা অথবা গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক এর হ্যাচিং ডিম আমদানীর নীতিমালা প্রণয়ন করছে।

১.২ বিশ্বায়নের (Golbalization) ফলে সহজেই নতুন নতুন প্রযুক্তি অতিদ্রুত দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এতে যেমন দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব তেমনি নানাবিধ নুতন নুতন সমস্যাও তৈরি হয়। বিদেশ থেকে ০১(এক) দিন বযসের মুরগির বাচ্চা আমদানীর ফলে আমাদের দেশের পোল্ট্রি সেক্টরের প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এটা যেমন অনস্বীকার্য, আবার এটাও সত্য যে এ উন্নয়নের পাশাপাশি ইমার্জিং রোগ হিসেবে গামবোরো (Gumboro), ইডিএস (Egg Drop Syndrome) ইনফেকশাস ব্রংক্রাইটিস (Infectious Bronchitis), এভিয়ান লিউকোসিস (Avian Leucosis), মারেক্স (Marek's) এবং এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (Avian Influenza) মত মারাত্মক ভাইরাস গুলোর আমাদের দেশে অনুপ্রবেশের সম্ভবনা আছে। তাই বাচ্চা আমদানীর ক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে ভার্টিক্যালি ট্রান্সমিসিবল (Vertically transmissible) রোগগুলো প্যারেন্ট থেকে ০১(এক) দিন বয়সের মুরগির বাচ্চায় না আসতে পারে। এছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত একদিন বয়সের বাচ্চার মূল্য প্রায়ই অস্থিতিশীল থাকার কারণ এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় সমূহ নীতিমালায় থাকা প্রয়োজন। বছরের প্রারম্ভেই যদি আমদানীকারকগণ কর্তৃক মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বরাবর বাচ্চার চাহিদা প্রেরণ এবং হ্যাচারী মালিকগণ তাদের হ্যাচারীতে উৎপাদিত একদিনের বাচ্চার তথ্য প্রদান করে তাহলে দেশে বিরাজমান অস্থিতিশীল বাচ্চার মূল্যের একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করা সহজ হবে।

১.৩ হ্যাচারী মালিকগণ যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ অন্যান্য দেশগুলোর উচ্চ কৌলিক গুণসম্পন্ন (Genetic Potentiality) ০১ (এক) দিনের বাচ্চা আমদানী করে থাকে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শুধুমাত্র ২০১৮ খ্রিঃ সালে বাচ্চা আমদানীকারকগণ ২,২৮,২৭৬ (দুই লক্ষ আটাশ হাজার দুইশত ছিয়াত্তর) টি জিপি, ৩,৫৪,৬৩৮ (তিন লক্ষ চুয়ান্ন হাজার ছয়শত আটত্রিশ)টি প্যারেন্টস্টক (পিএস) এবং ২৮,০৮,৪১৭ (আটাশ লক্ষ আট হাজার চারশত সতের) টি বাণিজ্যিক ব্রয়লার বাচ্চা আমদানী করেছে। যে সমস্ত দেশের ০১ (এক) দিনের বাচ্চা উচ্চ কৌলিকগুণ (Genetic Potentiality) সম্পন্ন নয়, সে সমস্ত দেশ থেকে একদিন বয়সের বাচ্চা আমদানীকে নিরুৎসাহিত করাই উত্তম। যে সমস্ত উন্নয়নশীল দেশ উচ্চ কৌলিকগুণ সম্পন্ন (Genetic Potentiality) বাচ্চা/হ্যাচিং ডিম উন্নত দেশে রপ্তানী করার মত সক্ষমতা অর্জন করবে তখনই ঐ সমস্ত দেশগুলো থেকে বাচ্চা/হ্যাচিং ডিম আমদানীর সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়নে যেহেতু বাংলদেশে HPAI(Highly Pathogenic Avian Influenza)রোগের ভ্যাকসিন প্রয়োগের অনুমোদন আছে তাই Avian Influenza এর যতগুলো ভ্যাকসিন (H7, H9) তৈরী হয়েছে সবগুলোর আমদানীর এবং যথাযথ প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে ।

২.০ সংজ্ঞাসমূহঃ

২.১ নিষিক্ত বা উর্বর ডিম: প্রাপ্ত বয়স্ক মোরগ মুরগির মিলনের পর যে ডিম উৎপাদিত হয় তাকে নিষিক্ত বা উর্বর ডিম বলে। নিষিক্ত বা উর্বর ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন করা হয়।

২.২ **হ্যাচিং ডিম:** নিষিক্ত বা উর্বর ডিম থেকে নির্দ্দিষ্ট আকার ও ওজনের বাছাইকৃত ডিমকে হ্যাচিং ডিম বলে।

২.৩ **টেবিল এগ বা খাবার ডিম:** প্রাপ্ত বয়স্ক মুরগি প্রাকৃতিকভাবে যে ডিম পারে তাকে টেবিল ডিম বলে। টেবিল বা খাবার ডিম উৎপাদনে মোরগের কোন ভূমিকা নেই। হ্যাচিং অনুপোযোগী ডিমগুলোকেও খাবার ডিম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

২.৪ **এক দিন বয়সের বাচ্চা (Day-old-chicks):** নির্দ্দিষ্ট তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় নিষিক্ত বা উর্বর ডিমকে কুঁজে মুরগি বা ইনকুবেটরের সাহায্যে ২১ দিন তা দেওয়ার পর যে বাচ্চা উৎপাদিত হয় তাকে একদিন বয়সের বাচ্চা বলে। সাধারণত ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার পর ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত সময়কালকে এদিন বয়সের বাচ্চা বলে। এই বাচ্চাতে প্রাকৃতিকভাবে কুসুমের কিছু অংশ থাকে যা বাচ্চাকে ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত সুষম পুষ্টি সরবরাহ করে ফলে এই সময়কালে বাচ্চাকে নির্দ্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন প্রকার খাদ্য পানি সরবরাহ ছাড়াই পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে স্থানান্তর করা যায়।

২.৫ **বাণিজ্যিক পোল্ট্রি:** বাণিজ্যিক পোল্ট্রি বলতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় মেঝেতে অথবা খাঁচায় প্রতিপালিত অধিক উৎপাদনশীল (ডিম ও মাংস) বাণিজ্যিক প্রজাতির পোল্ট্রিকে বুঝায়।

২.৬ **প্যারেন্ট:** বানিজ্যিক ব্রয়লার/ লেয়ার এর মা-বাবাকে প্যারেন্ট বলে।

২.৭ **গ্র্যান্ডপ্যারেন্ট:** ব্রয়লার/ লেয়ার প্যারেন্ট এর মা-বাবাকে গ্র্যান্ডপ্যারেন্ট বলে।

২.৮ **বাণিজ্যিক ব্রয়লার:** জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের মাধ্যমে মাংস উৎপাদনকারী বৈশিষ্ট্যগুলোকে আলাদা করে অধিক মাংস উৎপাদনশীল যে ষ্ট্রেইন তৈরি করা হয়েছে তাকে ব্রয়লার বলে।

২.৯ **বাণিজ্যিক লেয়ার:** জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের মাধ্যমে ডিম উৎপাদনকারী বৈশিষ্ট্যগুলোকে আলাদা করে অধিক ডিম উৎপাদনশীল যে ষ্ট্রেইন তৈরি করা হয়েছে তাকে লেয়ার বলে।

৩.০ একদিন বয়সের বাচ্চা আমদানী নীতিমালার উদ্দেশ্যাবলীঃ

৩.১ আমদানীঃ

৩.১.১ বাণিজ্যিক লেয়ার বা ব্রয়লার বাচ্চার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উচ্চ কৌলিকগুণ সম্পন্ন গ্র্যান্ডপ্যারেন্ট বা প্যারেন্ট বাচ্চা আমদানী করা

৩.১.২ ভার্টিক্যালি ট্র্যান্সমিসিবল (প্যারেন্ট থেকে বাচ্চায়) রোগগুলো নিয়ন্ত্রন করা

৩.১.৩ বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী গ্র্যান্ডপ্যারেন্ট বা প্যারেন্ট বাচ্চা আমদানী করা

৩.২ উদ্দ্যোক্তা উন্নয়নঃ

৩.২.১ দেশের অভ্যন্তরে ন্যায্যমূল্যে একদিন বয়সের প্যারেন্ট, বাণিজ্যিক লেয়ার এবং বাণিজ্যিক ব্রয়লার বাচ্চা সহজলভ্য করা

৩.২.২ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি শিল্পের সুষ্ঠ বিকাশের মাধ্যমে স্থায়ী ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি

৩.২.৩ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্যাদির বাজার সৃষ্টি এবং রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন।

৩.৩ সম্প্রসারণঃ

৩.৩.১ পোল্ট্রির বাচ্চার মান নিয়ন্ত্রণ করা

৩.৩.২ পোল্ট্রি উন্নয়নের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা

৩.৩.৩ পোল্ট্রির মাংস ও ডিম প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদান।

৩.৩.৪ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি পোডাক্টের সঠিক বাজার মূল্য, চাহিদা ও সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সহায়তা প্রদান ।

৩.৩.৫ পোল্ট্রি উন্নয়নের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি

৪.০ বাচ্চা আমদানী নীতিমালার প্রয়োগ ও পরিধিঃ

বিদেশ থেকে একদিন বয়সের বাচ্চা আমদানী এবং বাংলাদেশের ভৌগলিক পরিসীমার মধ্যে অবস্থানকারী সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়ের পোল্ট্রি খামার কর্তৃক উৎপাদিত একদিন বয়সের বাচ্চা এই নীতির আওতাভূক্ত হবে।

৫.০ **নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রসমুহঃ**

৫.১ চাহিদা মাফিক বানিজ্যিক পোল্ট্রি উৎপাদন।
৫.২ পুঁজি বিনিয়োগ, ঋণ ও বীমা ব্যবস্থাপনা।
৫.৩ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি প্রোডাক্টের সুষ্ট বাজারজাত করণের লক্ষ্যে মার্কেট চেইন উন্নয়ন করা।
৫.৪ পোল্ট্রির ও পোল্ট্রি প্রোডাক্টের প্রক্রিয়াজাতকরণে সহায়তা প্রদান।
৫.৫ নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্য রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৫.৬ পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তি উন্নয়ন।
৫.৭ বানিজ্যিক পোল্ট্রির প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও গবেষণা।
৫.৮ পোল্ট্রির বাচ্চার মান নিয়ন্ত্রণ।
৫.৯ চিকিৎসা ও রোগ নিয়ন্ত্রনের উদ্যোগ গ্রহন করা।

৬.০ নীতিমালা বাস্তবায়ন কৌশলঃ

৬.১ পশুরোগ আইন-২০০৫ ও পশুরোগ বিধিমালা-২০০৮ এর শর্তাবলী অনুসরণ করে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় খামার নিবন্ধন করে সনদ দাখিল করতে হবে।

৬.২ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির আবেদিত খামারের পরিদর্শন প্রতিবেদন আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

৬.৩ আমদানীর ক্ষেত্রে আমদানী নীতি আদেশ ২০১৫-১৮ এর অনুচ্ছেদ ২৬ (৪৪), পশুরোগ আইন-২০০৫, পশুরোগ বিধিমালা-২০০৮ এবং বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন-২০০৫ এর অনুচ্ছেদ-৬ অনুসরন করতে হবে।

৬.৪ আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নলিখিত শর্ত সম্বলিত অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে:-
৬.৪.১ আকাশপথে বাচ্চা আমদানী করার ক্ষেত্রে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রান্ত দেশের ট্রানজিট গ্রহন না করা।
৬.৪.২ আমদানীকারক নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ২১ (একুশ) দিন কোয়ারেন্টাইন কার্যক্রম সম্পাদন করবেন। সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের একজন ভেটেরিনারিয়ান বর্ণিত সময়ে সার্বিক মনিটরিং করবেন এবং কোয়ারেন্টাইন কার্যক্রম সমাপনান্তে বাচ্চা সুস্থ্য আছে মর্মে স্বাস্থ্য সনদ (Health Certificate) প্রদান করবেন। যদি বর্ণিত সময়ের মধ্যে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা/ অন্যান্য ভাইরাল রোগ পরিলক্ষিত হয়, সে ক্ষেত্রে আমদানীকারক নিজ দায়িত্বে পশুরোগ আইন-২০০৫ ও পশুরোগ বিধিমালা-২০০৮ এর শর্তাবলী অনুসরণ করে স্ট্যাম্পিং আউট কার্যাদি সম্পাদন করবেন।

৬.৫ আমদানীকারককে প্যারেন্ট ষ্টক (পিএস)/ গ্র্যান্ড প্যারেন্ট (জিপি) এর ০১ (এক) দিনের মুরগীর বাচ্চা অথবা গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টকএর হ্যাচিং ডিম আমদানী সংক্রান্ত বার্ষিক চাহিদা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট বছরের প্রারম্ভে ১ম বারের আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের সাথে আমদানীকারকগণের ০১ (এক) দিন বয়সের বাচ্চার বার্ষিক চাহিদার যথার্থতা যাচাই করবে। আমদানীকারক কর্তৃক পরবর্তী আবেদনের সময় ইতিপূর্বে আমদানীকারক কর্তৃক আমদানীকৃত বাচ্চার সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

৬.৬ আমদানীকারক ও রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র/ প্রফর্মা ইনভয়েজ থাকতে হবে।

৬.৭ আমদানী নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮ এর অনুচ্ছেদ ২৬(৪৪) অনুযায়ী রপ্তানীকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ/সরকারী ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক রোগমুক্ত মর্মে স্বাক্ষরিত Health Certificate (স্বাস্থ্য সনদ) দাখিল করতে হবে।

৬.৮ আমদানীতব্য বাচ্চার গ্র্যান্ড প্যারেন্ট/ প্যারেন্ট ফ্লকে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়নি মর্মে রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করতে হবে যা রপ্তানীকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

৬.৯ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রান্ত দেশ হতে বাচ্চা আমদানী করা যাবে না। তবে যদি কোন দেশে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব থাকে সেক্ষেত্রে World Organization of Animal Health (OIE) কর্তৃক স্বীকৃত জোনিং/

কম্পার্টমেন্টালাইজেশনের স্বপক্ষে রপ্তানীকারক দেশের Competent Authority/সরকারী ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক জোনিং/ কম্পার্টমেন্টালাইজেশনের সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে।

৬.১০ আমদানীকারক কর্তৃক পূর্বে আমদানীকৃত বাচ্চার কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান ল্যাবরেটরী (সিডিআইএল) ৪৮, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত রোগ অনুসন্ধান প্রতিবেদন এবং কোয়ারেন্টাইন সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। ইহা নতুন আমদানীকারকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

৬.১১ World Organization of Animal Health (OIE) এর WAHIS (World Animal Health Information System) Interface ওয়েব সাইট হতে Avian Influenza (AI) Outbreak বিষয়ক হালনাগাদ HPAI & LPAI (Low Pathogenic Avian Influenza) রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

৬.১২ রপ্তানীকারক দেশ ০১ (এক) দিন বয়সের মুরগির বাচ্চা এবং হ্যাচিং ডিম এর Health Certificate (স্বাস্থ্য সনদ) আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানের নিকট বাচ্চা Shipment/সরবরাহের সময় প্রেরণ করবে। আমদানীকারক বাচ্চার Health Certificate (স্বাস্থ্য সনদ) ৭ দিনের মধ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে জমা না দিলে পরবর্তী Shipment এর অনুমতি প্রদান করা হবে না।

৬.১৩ প্যারেন্ট ষ্টক/ গ্র্যান্ড প্যারেন্ট ষ্টক এর ০১ (এক) দিন বয়সের মুরগীর বাচ্চা অথবা গ্র্যান্ড প্যারেন্ট ষ্টকের হ্যাচিং ডিম আমদানীর উৎস দেশ হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত দেশ যেমন: যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও জাপানের মত উন্নত দেশ থেকে সরাসরি বাচ্চা আমদানী করা যেতে পারে। উল্লিখিত ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত দেশ এবং উন্নত দেশ ব্যতীত অন্যান্য দেশ হলে ঐ সমস্ত দেশের বাচ্চা অন্তত ০২ (দুই) টি উন্নত দেশে রপ্তানী হয় এ মর্মে রপ্তানীকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে।

৬.১৪ টার্কি/ গিনি ফাউল/ কবুতর/ উটপাখীর প্যারেন্ট ষ্টক/ গ্র্যান্ড প্যারেন্ট ষ্টক এর ০১ (এক) দিনের বাচ্চা অথবা গ্র্যান্ড প্যারেন্ট ষ্টকের হ্যাচিং ডিম আমদানীর ক্ষেত্রে ০১(এক) দিন বয়সের মুরগীর বাচ্চার ন্যায় একই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

৬.১৫ আমদানীকারক বিদেশ থেকে প্যারেন্ট ষ্টক (পিএস)/ গ্র্যান্ড প্যারেন্ট ষ্টক (জিপি) এর ০১(এক) দিন বয়সের বাচ্চা অথবা গ্র্যান্ড প্যারেন্ট এর হ্যাচিং ডিম আমদানীর অনুমতি সংক্রান্ত উপরোক্ত যাবতীয় কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অনাপত্তি পত্র (NOC) সংগ্রহের পর LC (লেটার অব ক্রেডিট) উন্মুক্ত করতে পারবে।

৬.১৬ আমদানীকারকের বিদেশ থেকে প্যারেন্ট স্টক (পিএস)/ গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক (জিপি) এর ০১ দিন বয়সের বাচ্চা অথবা গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক এর হ্যাচিং ডিম আমদানীর অনুমতি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম Online এর মাধ্যমে ৫(পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

৭.০ বিবিধঃ বিদেশ থেকে প্যারেন্ট স্টক (পিএস)/ গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক (জিপি) এর ০১ দিন বয়সের বাচ্চা অথবা গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক এর হ্যাচিং ডিম আমদানি পশুরোগ আইন ২০০৫, পশুরোগ বিধিমালা ২০০৮ বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন ২০০৫ এবং আমদানী নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।